উজানে মৃত্যু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

BanglaBook.org

উজানে মৃত্যু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১৬
বৈশাখ ১৪২৩

প্রকাশক
স্বদেশ প্রকাশনী
নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

বর্ণবিন্যাস
এম. সি. কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
নূরুল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস
গোপাল সাহা লেন
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশ
www.rokomari.com/booksfair
০১৫১৯৫২১৯৭১

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

ISBN : 984-70158-0308-5

Ujana Merthu : (a drama) Written by Syed Waliullah. Published by Shodesh Prokashani, Banglabazar, Dhaka-1100. Cover Designed : Goutom Roy. First Edition : May 2016. Price : Taka 60.00 only.

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) রচনাসমগ্রের আয়তন ছোট হলেও অর্থাৎ তাঁর উপন্যাস ও নাটক সংখ্যায় কম হলেও গুণে ও শিল্পরীতিতে তা অতুৎকর্ষ-মানের। 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৩) একাঙ্কটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি; তবে তা 'সমকাল' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৩৭০ (১৯৬৩) সালে ছাপা হয়েছিল।

'উজানে মৃত্যু' একাঙ্কিকা বলে তা ক্ষীণতনু বটে; কিন্তু এ নাটকের দার্শনিকতাগুণের ওজন খুব বেশি। উজান বলতে স্রোতের উল্টো দিককে বুঝানো হয় এবং উজানে মৃত্যু বলতে জীবনস্রোতের উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়ে নৌকাবাহকের যে মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্টায়িত করা হয়েছে।

জীবনস্রোতের উল্টোদিক বলতে স্রষ্টাকে অস্বীকার করে পাপময় জীবন-যাপন করে নাস্তিকের মতো মৃত্যুবরণের কথা বলা হয়নি; বরং জীবনের একটি প্রশান্ত ও দীর্ঘলয়ের অনুভবকে নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছে।

নাটকের চরিত্রাবলি মাত্র তিনটি। নাটকটির চরিত্রগুলোর নাম যেমন প্রতীকী; তেমনি নাটকটির নামও প্রতীকী। নাটকের প্রধান চরিত্র হলো নৌকাবাহক। নৌকার রশি টেনে টেনে নৌকাবাহক নৌকাকে একটি গন্তব্যে নিয়ে যেতে চায়। তার সঙ্গে এ ব্যাপারে সহায়তা করে তার বাল্যবন্ধু, যাকে নাটকে 'সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নৌকাবাহক বা 'সে-লোকটি একথাও জানে কোথায় সে যাচ্ছে'—সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তির এ ভাষ্যের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট যে : নৌকাবাহকের জীবনের একটি গন্তব্য আছে। লক্ষ্য ও অন্বিষ্ট আছে। উদ্দেশ্যের একটি সমাপ্তি আছে। স্রোতের বিপরীতে চলা বলতে জীবনের সংগ্রামমুখিতাকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। নৌকাবাহকের তিন ছেলে ও স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। সে খুব দুঃখগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে অবিচল। সন্তান ও স্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি এবং তার জায়গা-জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি—উভয়ই কষ্টের হলেও এতদুভয় আঘাতকে নৌকাবাহক খুব একটা আমলে নেয় নি। কী যেন সে সর্বদা খুঁজে। কার যেন অনুসন্ধানী সে। দিগন্তের ওপারের একটি প্রশান্তি ও স্থিতিকে সে সর্বদা অনুসন্ধান করে।

BanglaBook.org

নৌকাবাহকের ভাষ্য স্মর্তব্য : "কিন্তু ঐ যে! অসীম আকাশ আর উন্মুক্ত প্রসারিত ধরণীর প্রান্তে; একান্ত নিরাপদ, একান্ত নিশ্চিন্ত! আর কী শুদ্ধ-পবিত্র, কী শান্তিময়।" (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : নাটকসমগ্র, ঢাকা, প্রতীক, ২০১৪); পৃ. ৪৯।

নৌকাবাহকের এ অনুভবের মধ্যে জীবনের পাপ ও পঙ্কিলতার বদলে শুদ্ধ-আত্মাকে বিনির্মাণের এক স্বপ্ন অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনে পাপ ও পঙ্কিলতার চেয়ে বরং শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতি যে শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিশেষ পক্ষপাত ছিল : তা দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফেসর ড. হায়াৎ মামুদের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয় : "অথচ মনুষ্যজন্মের দায় কালিমালিপ্তির ভিতরে শেষ হতে পারে না বলে তাঁর সুগভীর প্রত্যয় ছিল; তাই তাঁর চরিত্রেরা কোনো কিছুরই শেষ বা চরম উত্তর পায় না, কারণ তারা কখনোই একসঙ্গে সমগ্রতা দেখতে পায়না—যদিও দেখার জন্য তৃষ্ণার কমতি নেই।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : নাটকসমগ্র) ঐ, ভূমিকা : হায়াৎ মামুদ।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহককে সারারাত নৌকার গুণ টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় নৌকা রেখেই সে ও নৌকাবাহক এগিয়ে যাবে বললে নৌকাবাহক নৌকাকে না নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। নৌকাও এখানে প্রতীক। নৌকাকে বলা যায় জীবনের প্রতীক। বৃহত্তর অর্থে নৌকাকে জীবনের পুণ্যের ও অর্জনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেজন্যই নৌকার প্রতি নৌকাবাহকের এত মমতা।

নদীতীরের অদূরের একটি গ্রামকে নৌকাবাহক চিনে বলে তার বন্ধু সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে সে বলেছে। সে গ্রামে কয়েক বছর পূর্বে একটি দৃশ্য দেখেছিল নৌকাবাহক। দৃশ্যটি হল : একজন লোক বাঁশের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে তিনদিন তিনরাত কাতরাতে কাতরাতে তার আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিমুহূর্তে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে নিজেও কেঁদে পরে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু যে কেমন দৃশ্যময় ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তিলে তিলে এ বাঁশবিদ্ধ লোকটির মৃত্যু তা সকলকে বুঝিয়ে দেয়। মৃত্যুকে এভাবে দৃশ্যমান করে তোলার বিষয়টি স্বাভাবিক ও যৌক্তিকতার বাইরের বলেই এবং নৌকাবাহকের জীবনদর্শনের এই দূরদর্শিতার মধ্যে আমরা অ্যাবসার্ডিটির আভাস পাই। অবধারিত মৃত্যুর জন্যে মানুষ যাতে প্রস্তুত থাকে—তারই বাণী এখানে ঘোষিত। নৌকাবাহক শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে। 'কী শুদ্ধ-পবিত্র, কী শান্তিময়।' (ঐ, নাটকসমগ্র, পৃ. ৪৯) নৌকাবাহকের এ ভাষ্যে তার জীবনের ইতিতে যে জৈবনিক-আত্মিক প্রশান্তির একটি আকাঙ্ক্ষা ও জীবননির্লিপ্তি ছিল—তা স্পষ্টায়িত হয়েছে।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহকের বাল্য বন্ধু। নৌকাবাহকের জীবন গন্তব্যের যে একটি অন্বিষ্ট আছে—তা বার বার সে প্রকাশ করেছে। তার পরিহিত

BanglaBook.org

সাদাপোশাক জীবনের শুদ্ধতা ও অপাপবিদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত বলে আমি মনে করি।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে নির্দোষ ও কল্যাণময় মনে করে না। কালোপোশাক আসলে জীবনের পাপ, কলুষ ও অপবিত্রতার প্রতীক। সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও নৌকাবাহকের বন্ধুত্বের প্রগাঢ়ত্ব নাটকে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার আবাহনকে বিশেষভাবে প্রতীকায়িত করেছে।

'উজানে মৃত্যু' ক্ষুদ্র কলেবরের একাঙ্কিকা হলেও নাটকটির সংলাপের দার্শনিকতা খুবই উচ্চমানের। বাঁশবিদ্ধ লোকটি "প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মুহূর্তে তখন সে কোথাও যাচ্ছিল। না গিয়ে উপায় কী?" (ঐ নাটকসমগ্র, পৃ. ৪১)—ভাষ্যমধ্য দিয়ে মানুষ যে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে সে দার্শনিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি যে বলে, 'ডুবতে-থাকা মানুষটির মতো' (ঐ, পৃ. ৪৩)—এই মানুষ আসলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। "প্রতিবার শ্বাস নেবার জন্যে কোনোমতে উঠে এলে সে দেখতে পায় আকাশ, মেঘ, নদীতীর, গাছপালা এবং ঘরবাড়ি এবং প্রতিবারই তার মনে হয় সবকিছুই যেন ঠিকঠাক আছে।" (ঐ, পৃ. ৪৩)। মানুষের প্রতিমুহূর্তের জীবনের যে অনিশ্চয়তা ও গন্তব্যগামিতার প্রচেষ্টা—সেকথাই এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্বাস যে জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকতা তা কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তির ভাষ্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাষিত হয়। সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি 'তার বিশ্বাসকে অটুট রাখবার জন্যে সে সবকিছু করতে প্রস্তুত।"—ভাষ্যমধ্যদিয়ে বিশ্বাসের মধ্যে মানুষের বসবাসের একটি কাঙ্ক্ষিত স্থিতিস্থাপকতা নির্দিষ্টতা পেয়েছে। কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি যে বলে "গভীরতম দুঃখেও বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। মানুষের কর্মের সীমানা পাকাপাকিভাবে টানা। "(ঐ, পৃ. ৪৫)—এর মধ্যে জৈবনিক বাস্তবতার দূরদর্শিতা ও কর্মপ্রবণতার দীপ্তিভাষ্য উজ্জ্বলিত হয়েছে।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তিটি একবার ক্রন্দনরতা এক দুস্থ নারীর বাহুতে একটি জ্বলন্ত শিক ধরে রেখেছিল; কিন্তু নারীটি সত্যের সামনে দাঁড়িয়েছে বলে কান্নাকাটি বা চিৎকার সে করে নি। জীবন-বাস্তবতার ইতি-নেতিবাচকতার দ্বৈরথের দোলাচলের কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। হৃদয়বান ও উদারচিত্ত মানবকল্যাণকামী মানুষদের হৃদয়ই বেদনায় দুঃখগ্রস্ত হয়। দুঃখকে অতিক্রম করে জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে নৌকাবাহকও এগিয়ে গিয়েছে। 'হৃদয় না-থাকলে কেউ কি কখনো দুঃখগ্রস্ত হয়?'—ভাষ্যমধ্যদিয়ে জৈবনিক হৃদয়গত বাস্তবতার ইতিবাচকতাকে প্রশংসা করা হয়েছে।

BanglaBook.org

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি যে নৌকাবাহক সম্পর্কে বলেছে : "সে নৌকা ত্যাগ করবে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরে যাবে কিন্তু নিজের জগৎকে ধ্বংস করবে না।" (ঐ, পৃ. ৪৭)—ভাষ্যমধ্যদিয়ে নিজের জীবনের লালিত দর্শন ও বিশ্বাসকে যে মৃত্যুময় অবস্থার মধ্যেও মানুষ অটুট ও অবিচল রাখতে চায়—সেই দার্শনিক ভাষ্যই স্পষ্টভাষিত হয়েছে।

'কিসে মানে হয় কিসে হয়না—' কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তির এ ভাষ্যের মধ্যেও জীবনকে গভীরভাবে অনুভব ও যৌক্তিকভাবে বোঝার একটি সীমাপ্যতা বিরাজমান। নৌকাবাহকের তিন ছেলে ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করে আর সংসারি হতে চায়নি; বিয়ে করলে তার স্ত্রী হত—সন্তানসন্ততি হতো—কিন্তু এ বৈষয়িকতার পুনরাবৃত্তির মধ্যে জীবনকে সে ভোগতপ্তভাবে দেখতে চায়নি। বিশ্বাসের পথে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। বৈষয়িকতার বাইরে আত্মিক শুদ্ধতার অনুভবকে সে গুরুত্ব দিয়েছে বলেই নৌকাবাহকের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে : "কারণ কেমন মনে হয়েছিল, সেখানে কোথাও যেন ভুল আছে, কোথায় একটা ফাটল আছে, একটা অদৃশ্য শক্তি আছে যা সবকিছু শুষে নেয়। "(ঐ, নাটকসমগ্র, পৃ. ৫০)

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহক সম্পর্কে মন্তব্য করেছে : "তুমি কখনো কারো কথা শুনতে চাও না। সেটা একটা বড় দোষ তোমার।" (ঐ, নাটকসমগ্র, পৃ. ৫২)—ভাষ্যমধ্যদিয়ে নৌকাবাহক যে তাঁর নিজের বিবেচনা, যুক্তি, দর্শন ও জ্ঞান নিয়ে চলে অন্যের বুদ্ধিতে চলে না—সেই দার্শনিক সত্য আভাসিত হয়েছে।

নৌকাবাহক আসলে সাধারণ কোনো নৌকাবাহক নয়। জীবননদীর বাহক হলেন তিনি। জীবনের দার্শনিকতার আজ্ঞাবহ তিনি। শুধু তাই নয়; জীবনে নতুনতর দর্শন ও ইতিবাচক বিশ্বাসকে স্থিতি দেয়ার একটি উৎকাঙ্ক্ষা এই দার্শনিক নৌকাবাহকের মধ্যে কাজ করেছে। অবিচল বিশ্বাস ও স্থিতিশীল জীবনলক্ষ্যকে জীবনে সম্ভাবিত করতে পারলে জীবন অর্থময় হয়ে ওঠে। মৃত্যু মানুষকে হরণ করলেও তাঁর জীবনের দর্শন তাঁর হয়ে ইতিহাসের অনন্ততায় কথা বলে যায়।

তাং ১৫ই আগস্ট, ২০১৬
কুষ্টিয়া

ড. রহমান হাবিব
অধ্যাপক : বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

BanglaBook.org

চরিত্র

নৌকাবাহক
সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি
কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি

[উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাউদ্ভাসিত-মঞ্চ শূন্য এবং নিস্তব্ধ। শীঘ্র নেপথ্যে একটি মানুষের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজটি ক্রমশ উচ্চ হয়ে ওঠে। এবার অস্পষ্ট আলো দেখা দেয়। দিনাগমন শুরু হয়েছে। কিন্তু দৃশ্য এখনো পরিষ্কার নয়। তারপর বাঁ-দিক থেকে আবছায়ার মধ্যে দিয়ে একটি মানুষ মঞ্চে প্রবেশ করে। তার পরনে কাছামারা লুঙ্গি ; তাছাড়া সম্পূর্ণ দেহ উলঙ্গ। সে দড়ি দিয়ে নৌকা টানে। নৌকাটি দেখা না-গেলেও একটি মানুষের জন্যে যে সেটি অতিশয় ভারি এবং সেটি যে লোকটি অনেকক্ষণ ধরে টানছে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

নৌকাবাহক মঞ্চের মাঝামাঝি পৌঁছলে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবার দেখা যায় নদীতীর, মেঘশূন্য আকাশ, বিপরীত তীরের ক্ষীণরেখা এবং সেখানে একটা ছোট গ্রামের সামান্য আভাস।

লোকটি এবার থামে। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই এধার-ওধার তাকিয়ে দেখে। তারপর দূরে কোথাও একটি উড়ন্ত পাখির ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। পাখিটিকে সে মনোযোগ দিয়ে দেখে।]

BanglaBook.org

নৌকাবাহক ॥ (দৃষ্টি উড়ন্ত পাখির দিকে) বালিহাঁস! (ঘোষণাটির পর কিছুক্ষণ সেদিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে) ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বালিহাঁসই হবে। সূর্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে: এক মুঠো সোনালি বালু যেন!

[আরেকটি মানুষ বাঁ-দিক থেকে মঞ্চে প্রবেশ করে। তার পরনে সাদা কোর্তা, সাদা লুঙ্গি। হাতে ছোট পোটলা। তাড়াহুড়া ভাব নাই। কয়েক মুহূর্ত সে নৌকাবাহককে চেয়ে-চেয়ে দেখবে।]

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (তার উপস্থিতি জানাবে স্থির করে) ভাবলাম এবার কিছু খাওয়া যাক। তাই নৌকা বেঁধে উঠে এলাম।

নৌকাবাহক ॥ (এখনো পাখিতে মন) গেলো কোথায়?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (সামান্য বিস্ময়ে) কী?

নৌকাবাহক ॥ বালিহাঁস। দেখতে পাচ্ছি না আর। একটু আগে সূর্যের দিকে উড়ে গেলো।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (পাখির কথায় কান না দিয়ে) দেখ সূর্য কেমন করে উঠছে, আজ বড় গরম পড়বে। তোমার বিশ্রাম করা উচিত। চলো দু-জনেই নৌকায় গিয়ে কিছু ঘুমাই।

নৌকাবাহক ॥ (পাখির কথা ভুলে) হ্যাঁ, একটু বিশ্রাম করবো।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে। সারারাত নৌকা-টানা সোজা কথা নয়!

নৌকাবাহক ॥ বললাম না বিশ্রাম করবো। তবে বেশিক্ষণ নয়।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হঠাৎ মুখ কালো করে) তুমি পাগল? (নৌকাবাহক উত্তর না দিলে) চলো, এবার কিছু মুখে দেই। (হাতের পোটলাটি দেখিয়ে) সঙ্গে খাবার কিছু এনেছি।

নৌকাবাহক ॥ ভালো করেছো। খিদে পেয়েছে বেশ। (তারা বসে খেতে শুরু করে। কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা।)

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তোমার সত্যিই বিশ্রাম করা উচিত। শুধু হাল দিয়েই আমার এমন কাহিল অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া বড় ঘুমও পাচ্ছে। আর তুমি সারারাত নৌকা টেনেছো, একবারও থামো নি।

নৌকাবাহক ॥ (তার কথায় কান না-দিয়ে নদীর অপর তীরে অস্পষ্ট গ্রামের দিকে আঙুল দিয়ে) নদীর ওপারে গ্রামটি চিনি।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তুমি সত্যিই পাগল। যা করছো তার কোনোই মানে হয় না।

নৌকাবাহক ॥ (গ্রামটির নাম স্মরণ করবার চেষ্টা করে) কী নাম? গ্রামটি সত্যিই চিনি, কিন্তু তার নাম মনে পড়ছে না।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ না, তোমার এ-পাগলামির কোনোই মানে হয় না। বদ্ধ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

নৌকাবাহক ॥ গ্রামটা চিনি কারণ দু-বছর আগে সেখানে একটি লোক ভীষণভাবে মরেছিলো।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সব বাজে কথা। তুমি গ্রামটা চেনো না, এদিকে তুমি কখনো আসোও নি।

নৌকাবাহক ॥ বাঁশে বিদ্ধ হয়ে মরেছিলো লোকটা। ব্যথা লাগবে বলে কাউকে বাঁশটা বের করতেও দেয় নাই। কী ভয়ানক মৃত্যু! মরতে তিন-দিন তিন-রাত লেগেছিলো।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সব কল্পনা! তুমি ভাবছো গ্রামটি চেনো ; কারণ তুমি একথা বিশ্বাস করতে চাও যে, তুমি জানো কোথায় তুমি যাচ্ছো আর গ্রামটি তোমার পথে একটি সুপরিচিত চিহ্ন।

নৌকাবাহক ॥ (তার কথায় কান না দিয়ে) আর তিন-রাত তিন-দিন আত্মীয়-স্বজনরা তার পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলো। অবশেষে বাঁশবিদ্ধ

BanglaBook.org

লোকটিও কাঁদতে শুরু করে। হয়তো সে ভেবেছিলো, সে নয় অন্য কেউ নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে এবং তারই জন্যে আমাদের সঙ্গে সে-ও কাঁদছে।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ এসব কথা বানাচ্ছো কেন?

নৌকাবাহক ॥ (এখনো তার কথায় কান না দিয়ে) না, শেষে সে আর কষ্ট ভোগ করে নাই। তার নিদারুণ কষ্ট এবং তার ভীষণ মৃত্যু অবশেষে অন্যের কষ্টে এবং মৃত্যুতে পরিণত হয়েছিল।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ বুঝতে পেরেছি এসব কথা কেন বানাচ্ছো। তোমার মনকে তুমি একথা বোঝাতে চাও যে তুমি নও, অন্য কেউ নৌকা টানছে। শুধু তাই নয়। সে-লোকটি একথাও জানে কোথায় সে যাচ্ছে। বলো, অন্য সে-লোকটি যে নৌকা টানছে, সে যাচ্ছে কোথায়?

নৌকাবাহক ॥ (জেগে উঠে) না, কোথাও-না-কোথাও যেতেই হয়। এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে আর উপায় থাকে না।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ কিন্তু কোথায়? তাছাড়া তুমি জানো, কেউ কোথাও যায় না। তুমি সত্যিই পাগল।

নৌকাবাহক ॥ না, সবাই যায়। যারা একটুও নড়ে না, তারাও যায়।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তোমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে। যারা যায় তারা অকারণে যায় না। নিজের জন্যে না হলেও অন্ততপক্ষে অন্য কারো জন্যে যায়। উদ্দেশ্য একটা থাকেই। তুমি শূন্য নৌকা টানছো, কোথায় যাচ্ছো তাও জানো না। একি বদ্ধ পাগলামি নয়? (কণ্ঠের সুর বদলিয়ে, মিনতি করে) আজ সত্যিই বড় গরম পড়বে। কোথাও একটু মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। একটু হাওয়াও নাই। এখনো যদি বাড়ি ফিরতে না চাও তবে চলো নৌকায় গিয়ে সারাদিন বিশ্রাম করি। তা পছন্দ না-হলে তুমি একাই বিশ্রাম করো আর আমি দাঁড় বাই। স্রোতে ভেসে যেতে কষ্ট হবে না।

নৌকাবাহক ॥ (একটু উত্তেজিত হয়ে) শোনো, তোমাকে বলি।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (সামান্য ঔৎসুক্যের সঙ্গে) কী?

নৌকাবাহক ॥ শোনো। সকলের চোখে বাঁশবিদ্ধ লোকটি একটু নড়েও নাই, কারণ সে নড়ে কী করে?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (বিরক্তির সঙ্গে) আবার তুমি তোমার কল্পনার মানুষের কথা ভাবছো!

নৌকাবাহক ॥ না, শোনো। বাঁশে বিদ্ধ হয়ে লোকটি তিন-দিন তিন-রাত একটুও নড়ে নাই। কিন্তু সে কি তখন সত্যিই স্থির হয়েছিলো? না। প্রতি

BanglaBook.org

ঘণ্টায়, প্রতি মুহূর্তে তখন সে কোথাও যাচ্ছিলো। না গিয়ে উপায় কী? তার মধ্যে শক্ত বাঁশটা তিলে-তিলে পচছিলো, তার ব্যথাকষ্টের শেষ ছিলো না। আত্মীয়-স্বজনরাও তাকে ঘিরে কাঁদছিলো। কিন্তু সে সবে তখন কোনো অর্থই ছিলো না। তখন কিছুতে যদি কোনো অর্থ হয় তা সে-যাওয়াতেই। তাই অবশেষে তার কষ্ট তার মৃত্যু অন্যের কষ্টে অন্যের মৃত্যুতে পরিণত হয়েছিলো।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (রাগে মুখ ঘুরিয়ে) তুমি বদ্ধ পাগল!

নৌকাবাহক ॥ না, সবাইকে যেতেই হয়। এমন এক সময় আসে যখন যেতেই হয়।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নিজেকে সংযত করে) একটা কথার উত্তর দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ কি সন্তানসন্ততি হারায় নাই?

নৌকাবাহক ॥ (একটু ভেবে, স্মৃতিভরা কণ্ঠে) আমার দুই ছেলে বসন্তে মরেছে। সে তিন বছর হলো। তখন সবে মাত্র নতুন বছর এসেছে। মাঠে-মাঠে ঘূর্ণি-হাওয়া।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তারপর গত বছর তোমার তৃতীয় ছেলেটিও মরলো। আদরের ছেলে, সে-ও মরলো।

নৌকাবাহক ॥ (ক্ষণকালের জন্য কেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারপর তার সঙ্গীর কথার পুনরাবৃত্তি করে) সে-ও মরলো। বিনা কারণে হাড়গ্রাস হয়ে মরলো ছেলেটা।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তারপর তোমার বউ। সে-ও আর নাই। ধীর-স্থির দয়ালু বউ, সে-ও মরলো। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ কি বউ হারায় নাই?

নৌকাবাহক ॥ (হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে) আমার বউ-ছেলেদের কথা বলছো কেন?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সারারাত অর্থহীনভাবে খালি নৌকা টেনেছো, তুমি জানো না কেন? শোনো! তোমার বুকে অনেক দুঃখ, কিন্তু তাই বলে এমন পাগলামি করবে নাকি?

নৌকাবাহক ॥ না, তুমি আমাকে বুঝতে পারছো না। এর সঙ্গে ওসবের কোনো সম্বন্ধ নাই। আমার বুকে অনেক দুঃখ আছে, কি নাই তাও ঠিক জানি না। আমি আমার বউ-সন্তানসন্ততি হারিয়েছি বটে, কিন্তু সেসব অন্যকথা। এমনকি অন্য ক্ষতিটাও।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ জানি, তুমি অর্ধেক জমি হারিয়েছো।

নৌকাবাহক ॥ এমনিতে একরত্তি জমি ছিলো। বাকিটাও পানিতে। কিন্তু এর সঙ্গে সে-সবের সত্যিই কোনো সম্বন্ধ নাই। আমি জমির কথাও ভাবছি না। একলা মানুষ। একটা পেটের ভাবনা নাই। না না, সেসব কথা ভাবছি না। কেবল আমাকে কোথাও যেতেই হবে।

BanglaBook.org

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তুমি বড়ই গোঁয়ার। না-মরা পর্যন্ত তুমি থামবে না।

নৌকাবাহক ॥ না, ঠিক সময়ে থামবো। আমার কোনো ক্ষতি হবে না।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ একটা কথা মনে রেখো। আমি হাল না ধরলে নৌকা আটকে যাবে। তুমি সেটি টানতে পারবে না। সময়মতো না থামলে তোমাকে আমি সাহায্য করবো না। সেকথা ভুলো না।

নৌকাবাহক ॥ (দ্রুত গতিতে উঠে পড়ে, মনে হয় এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা তার পছন্দ হয় না।) অনেক বিশ্বাস করেছি। যাও, নৌকায় ফিরে যাও। আর দেরি করে লাভ নাই।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায় এবং দুঃখভরে মাথা নেড়ে) তুমি সত্যিই পাগল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে সাহায্য করছি শুধু এই কারণে যে, তোমার বুকে অনেক দুঃখ। এসব সময় কেউ বাড়াবাড়ি করলেও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তোমার দুঃখটা কিছু পড়লে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। (একটু অপেক্ষা করে কিন্তু নৌকাবাহক কোনো উত্তর না-দিলে সে মঞ্চের বাঁ-দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।)

[ডান-দিক দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি মঞ্চে উপস্থিত হয়। তার গায়ে কোর্তা এবং লুঙ্গি ; কিন্তু দু-টিই কালো রঙের। একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে নৌকা টানার দড়ি নিয়ে ব্যস্ত নৌকাবাহকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর তার সঙ্গে কথা বলে। নৌকাবাহক তার দিকে তাকায় না, যদিও তার কথার উত্তর দেয়। বস্তুত সে যখন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে তখন মনে হয় যেন সে নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছে।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ বড় শ্রমসাধ্য কাজ, তাই না?

নৌকাবাহক ॥ (স্বীকার করতে ইতস্তত করে) একটু শ্রমসাধ্য বৈকি।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ ভেবেছিলাম আপনার বন্ধু আপনাকে প্রায় বুঝিয়ে নিয়েছে।

নৌকাবাহক ॥ না, তা ঠিক নয়। কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু। আমাকে নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস তার।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আপনার বাল্যবন্ধু বটে, সুবন্ধুও বটে।

নৌকাবাহক ॥ তার হৃদয়টা বড় কোমল। তবে একটা কথা। (থামে)

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (একটু অপেক্ষা করে) কী কথা?

নৌকাবাহক ॥ না, কথাটা ঠিক নয়। না, সে বোকা হতে যাবে কেন? তবু মনে হয় সে যেন কিছু বোঝে না।

BanglaBook.org

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ কথাটা বলতে ক্ষতি কী? না, সে বিশেষ বুদ্ধিমান নয়। হয়তো সে স্নেহান্ধ। তবু সে যেন ডুবতে-থাকা মানুষটির মতো।

নৌকাবাহক ॥ কোন্ ডুবতে-থাকা মানুষ?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ চিনবেন না। কিন্তু প্রতিবার শ্বাস নেবার জন্যে কোনোমতে উঠে এলে সে দেখতে পায় আকাশ, মেঘ, নদীতীর, গাছপালা এবং ঘরবাড়ি এবং প্রতিবারই তার মনে হয় সবকিছুই যেন ঠিকঠাক আছে। শীঘ্র আবার সে ডুবতে থাকে আর দম বন্ধ হয়ে আসে বলে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

নৌকাবাহক ॥ (কৌতূহলভরে) তারপর?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ অবশেষে সে ডুবেই মরে। কিন্তু সেটি আসল কথা নয়।

নৌকাবাহক ॥ বুঝতে পেরেছি। সেও ঐ বাঁশবিদ্ধ মানুষের মতো। তিন-দিন তিন-রাত তার চারধারে দাঁড়িয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা কেঁদেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছিলো সবকিছুই অতি সাধারণ, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। সে যদি কোথাও যাচ্ছিলো, তা সে তার আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থেই যাচ্ছিলো। বড় শান্তিতেই তার মৃত্যু হয়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ অন্য মানুষটাও শান্তিতে ডুবে মরেছিলো, কারণ, প্রতিবারই কোনো প্রকারে মাথা তুলতে পেরে যা সে দেখেছিলো তা সে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারে নাই। পানির অন্ধকারেও সে-দৃশ্য জ্বলজ্যান্ত থাকে। এবং কিছুই তার কাছে অসাধারণ মনে হয় নাই। আপনার বন্ধুও তেমনি। সবই তাঁর কাছে অতিশয় স্বাভাবিক। তাই আপনার ব্যবহার তাঁর কাছে একটু বেখাপ্পা ঠেকছে।

নৌকাবাহক ॥ কিন্তু সে আমার সুবন্ধু, তার হৃদয়ও বড় কোমল। বস্তুত সে আমার সঙ্গে আছে বলে আমার ভালোই লাগছে। তাছাড়া একাকী নৌকাটি টানতে পারতাম না। মানুষ যতোই বলবান হোক, এমন কাজ একাকী করা সম্ভব নয়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সে আপনাকে সাহায্য করবে বৈকি। ভয়ানক ভূমিকম্পে নদীতীর অদৃশ্য হয়ে গেলেও সে আপনাকে সাহায্য করবে, কাল্পনিক নদীতীর দিয়ে আপনার জন্য হাল ধরবে। তার জন্য নদীতীর অদৃশ্য হওয়া কখনো সম্ভব নয়। বলবো আপনার দয়ালু সুবন্ধুটি আসলে কী?

নৌকাবাহক ॥ (সামান্য ভীত হয়ে) কী?

BanglaBook.org

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সাংঘাতিক লোক। চারধারে অর্থহীনতা, তবু তার কাছে কিছুই অর্থহীন নয়। তার বিশ্বাসকে অটুট রাখবার জন্যে সে সবকিছু করতে প্রস্তুত। এমনকি তার প্রিয়তম বন্ধুকেও মৃত্যুর দরজায় টেনে দিতে তার বাধবে না।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হঠাৎ অদৃশ্য নৌকা থেকে চিৎকার করে) এই! কী করছো তুমি? আমি এখানে, সব তৈরি।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনার সুবন্ধু একটু অধীর হয়ে উঠেছে। যাত্রায় বিলম্ব তার মনঃপূত মনে হচ্ছে না।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আরে, কী হলো তোমার? নৌকা টানছো না কেন? (নীরবে নৌকাবাহক এবার নৌকা টানতে তৈরি হয়। দড়ির প্রান্তে কাঠের অংশটি কাঁধে স্থাপিত করে, দড়িটা বার-কয়েক নাড়ে, তারপর চলতে শুরু করে। দূরে প্যাসেঞ্জার স্টিমার দুবার সিটি দেয়। তারপর নীরবতা। ডান দিকে দিয়ে কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়।)

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নেপথ্য থেকে) জাহাজ আসছে! শীঘ্রই বড়-বড় ঢেউ আসবে। (নৌকাবাহক কোনো উত্তর না দিলে) একটা কথা। ঢেউ এলে দড়িটা কিছু ঢিলে করে দিও, বুঝলে? কাল যাত্রা ভুলে গিয়েছিলে। (নৌকাবাহক কোনো উত্তর দেয় না।)

[সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি নেপথ্যে হঠাৎ বেসুরোভাবে গান শুরু করে। তার গান প্রীতিকর না-শোনালেও তার মনের উৎফুল্ল অবস্থার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না।

গানের শব্দ মিলিয়ে যায় এবং ডান দিক দিয়ে নৌকাবাহক বেরিয়ে যায়। তারপর মঞ্চ অন্ধকার হয়। অল্পক্ষণব্যাপী নীরবতার পর নৌকাবাহকের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। প্রথমে আস্তে, ঢিমাতালে। ক্রমশ সে-আওয়াজ জোরালো এবং দ্রুত হয়ে ওঠে।

মঞ্চ আবার আলোকিত হয়। এবার নৌকাবাহক বাঁ-দিক থেকে আবির্ভূত হয়। সে নৌকা টানছে, ধীরে-ধীরে, অতিশয় পরিশ্রমভরে। তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখায়। তবু সে যে থামবে তা মনে হয় না। তার সমগ্র দেহ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি এবার বাঁ-দিক থেকে এসে নৌকাবাহকের পাশে-পাশে তবু একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে, দৃষ্টি নৌকাবাহকের ওপর।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ বড় কষ্ট হচ্ছে, না? (নৌকাবাহক নিরুত্তর থাকে। বোঝা যায় কথা বলার ক্ষমতা তার নাই।)

BanglaBook.org

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (অদৃশ্য নৌকা থেকে, উৎফুল্লভাবে) কী ব্যাপার, নৌকা তেমন জোরে চলছে না যে। (উত্তর না-পেয়ে পূর্ববৎ বেসুরোভাবে অন্য একটি গান ধরে। প্রথম লাইন দু-একবার গেয়ে থেমে পড়ে।)

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ সন্দেহ নাই, আপনার কোমল-হৃদয় সুবন্ধু আবার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্তচিত্ত হয়েছে। সবকিছু স্বাভাবিক। উজ্জ্বল দিন। একটি মানুষ নৌকা টানছে। অবশ্য একটি মানুষের জন্যে নৌকাটি সত্যি বড় ভারি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। সেটি একটি নগণ্য বিষয় যা উপেক্ষা করা যায়। তারপর, আরেকজন মানুষ দাঁড়ে বসে। মন তার উৎফুল্ল বলে সে মাঝে মাঝে গান গাইবার চেষ্টা করছে। না, এ-দৃশ্যে কোনো খুঁত নাই। অতিশয় স্বাভাবিক এ-দৃশ্য।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (আবার একটি গান শুরু করে। তারপর দূরে জাহাজের সিটির শব্দ শোনা গেলে থামে। শব্দটি মিলিয়ে গেলে আনন্দের সঙ্গে) না, জাহাজটা এদিকে আসছে না। (তারপর মনে পড়লো) এই! সেবারও দড়ি ঢিলে করতে ভুলে গিয়েছিলে তুমি! কী যে করো!

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হঠাৎ ছাতা খুলে) কী বোকামি! মাথায় এমন রোদের তাপ কিন্তু ছাতাটা বন্ধ করেই রেখেছিলাম। একটু মনভোলা হয়ে পড়ছি যেন। (আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে) অবশ্য ছাতার কথাটা মনে পড়েছে অন্য একটি কারণে। গায়ে যেন হঠাৎ কেমন শীতল হাওয়া লাগলো। না, আপনার বন্ধু ভুল করেছিলো। দেখুন, চারধারে কেমন মেঘ করে আসছে। শীঘ্র ঝড় উঠবে। (নৌকাবাহক উত্তর দেয় না। তার হাঁপানি আরো বেড়েছে। মনে হয়, যে-কোনো সময়ে বুকের ছাতি যেন ফেটে যাবে।)

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (পূর্ববৎ নৌকা থেকে চিৎকার করে) এই! একটু থামলে কেমন হয়? সে-সকাল থেকে তুমি টেনেই চলেছো। এবার কিছু বিশ্রাম করা দরকার। একটু দম নিতে হবে না? বাড়াবাড়ি করাটা কিন্তু আবার ঠিক নয়। (থেমে) কী, শুনছো আমার কথা?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনার বন্ধু চান না যে আপনি বাড়াবাড়ি করুন। গভীরতম দুঃখেও বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। মানুষের কর্মের সীমানা পাকাপাকিভাবে টানা। তাছাড়া স্বাভাবিকত্বে কোনো দোষ পড়ে এমন কিছু করা অনুচিত।

BanglaBook.org

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আরে! কী ব্যাপার? তোমাকে বলছি, এবার একটু থামো। তাছাড়া আমি একটু হয়রানই বোধ করছি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসলে তোমার কথাই ভাবছি আমি।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনার কোমল-হৃদয় সুবন্ধু আপনার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ার ভান করছে।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে) এই! আমার কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন? শুনছো? আমি এখনো চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু তোমার সত্যিই কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন। শুনছো?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ হয়তো আমি ভুল করেছিলাম। মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুর সত্যিই দয়ার শরীর। তবে এমন মানুষ আবার একটুতেই কাঁদে। নরম দিল সহজে নড়ে, কান্নাটাও সহজে আসে। কিন্তু কী বলি, এমন লোকে আমার তেমন বিশ্বাস নাই। চোখে পানি, তবু পরম বন্ধুকেও মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে তাদের বাধে না।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হঠাৎ অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ে) এই! উত্তর দিচ্ছো না কেন? (একটু অপেক্ষা করে আপন মনে) কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কথার উত্তর দিচ্ছে না কেন সে।

[নৌকাবাহক এবং কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। সে-অন্ধকার পুনরায় নৌকাবাহকের হাঁপানির আওয়াজে ভরে ওঠে। তারপর মঞ্চে আলো প্রত্যাবর্তন করলে, নৌকাবাহক এবং কালোপোশাক পরিহিতি ব্যক্তি পূর্বের মতো বাঁ-দিক থেকে প্রবেশ করে।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (গল্প বলার ভঙ্গিতে) একটি ক্রন্দনরতা দুঃস্থ নারীকে একবার কী করেছিলাম বলি। কথাটা হয়তো একটু নিষ্ঠুর শোনাবে।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (আবার ধৈর্য হারিয়ে) না, আর সহ্য করা যায় না। (চিৎকার করে) এই! তুমি থামতে চাও-না থেমো না, কিন্তু আমার কথার জবাব দাও। শুনছো?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (অদৃশ্য মানুষটির দিকে রাগান্বিতভাবে তাকিয়ে) তুমি চুপ করো, গাধা কোথাকার। (অপেক্ষা করে, পূর্ববৎ কণ্ঠে) তাহলে বলেই ফেলি কথাটা। (থামে। তারপর তার মধ্যে যেন একটা বিপুল পরিবর্তন ঘটে : তার চোখমুখ অতিশয় তিক্ত এবং নির্দয় মনে হয়) দুস্থ শোকাচ্ছন্ন ক্রন্দনরতা সে-মেয়েমানুষটির বাহুতে একটি জ্বলন্ত শিক ধরলাম। তারপর তার দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

দেখি আশ্চর্য ব্যাপার! তার কান্না হঠাৎ থেকে গেছে, তার চোখে বিস্ময়ের অন্ত নাই। শুধু তাই নয়, মুখে একটু শব্দও নাই। হঠাৎ সে যেন এমন একটা সত্যের সামনে দাঁড়িয়েছে যার সামনে কান্নাকাটি বা চিৎকার-আর্তনাদের কোনো অর্থ নাই। বুঝলেন কথাটা? (সে আবার চলতে শুরু করে।)

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হঠাৎ ফেটে পড়ে) না, এবার সত্যিই সহ্যাতীত হয়ে পড়েছে। আমার হাত কাঁপছে, চোখে জ্বালা ধরেছে। বলতে গেলে আমি যেন কিছুই দেখতে পারছি না। এই! তুমি থামবে কি থামবে না?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনার হয়তো মনে হবে কথাটা গাঁজাখুরি। কিন্তু কসম খেয়ে বলছি কথাটা সত্য। প্রশ্ন করতে পারেন : আমার বিবেকে একটু কি বাধে নাই? কিন্তু বাধবে কেন? মেয়েলোকটি এমনিতেই কি দুঃখগ্রস্ত, শোকাপ্লুত ছিলো না?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ শেষবারের মতো তোমাকে বলছি। এই মুহূর্তে তুমি যদি না-থামো তবে নৌকা থেকে লাফিয়ে নেবে যাবো। তোমার পাগলামি আর সহ্য করা যায় না। শুনছো?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হাত নেড়ে) শূন্য ভয় প্রদর্শন। নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়বে না ছাই করবে। আসলে সে একটি বিরাট সমস্যায় পড়েছে। মাথামুণ্ডু কোনো অর্থ হয় না এমন কিছুতে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যায় সে তা চায় না। নিজের চেষ্টায় তেমন অবস্থা থেকে উদ্ধার পায় তা-ও তার ইচ্ছা নয়। কারণ, তাহলে হয়তো একথাই প্রমাণিত হবে যে, সবকিছু সত্যিই স্বাভাবিক নয়। (নিজের বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করে) কী বলছিলাম? হ্যাঁ। হয়তো মেয়েলোকটিকে সত্যিই কিছু করি নাই। কিন্তু কসম খেয়ে বলছি এমন কাজ করতে আমার একটুও বাধবে না। অতএব, এমন কাজ করেছি কি করি নাই, সেকথা সত্যিই বড় নয়। তাছাড়া ঘটনাটি যে মনেরই কল্পনা, তাও হলফ করে বলতে পারি না। মনে হয়, সত্যিই যেন করেছি। (হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে ; চিন্তিতভাবে) এ-যাত্রাটা বড়ই বিচিত্র। তা আমাকেও অভিভূত করতে শুরু করেছে নাকি?

[দুজনেই মঞ্চের প্রান্তে পৌঁছায়। তারপর, পূর্ববৎ অন্ধকার, নিদারুণ হাঁপানির আওয়াজ। মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হবার পর নৌকাবাহক বাঁ-দিক থেকে প্রবেশ করলে এবার তাকে বিষম ক্লান্ত মনে হয়। অত্যন্ত পরিশ্রমভরে কোনোমতে সে নৌকা টানে। তার সঙ্গে কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।]

BanglaBook.org

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (পূর্ববৎ নেপথ্য হতে, আবার ক্রোধে ফেটে পড়ে) খোদা খোদা! এ-পাগলামি থামবে কখন? খিদের পেট আমার কুণ্ডুলি পাকিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে। একটু পানি না পেলে আমি মরে যাবো যে! (গলার সুর বদলে) শোনো! দয়া করে একটু থামো এবার। শুধু অল্পক্ষণের জন্যে। একটু পানি খাই। শুনছো?

[আকাশ কালো হয়ে উঠতে শুরু করবে। ঝড় আসছে।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ বড় মজার কথা। সুস্থ-মস্তিষ্ক বিকৃত-মস্তিষ্কের হাতে ধরা পড়েছে। সাধারণ অসাধারণের পাল্লায় পড়েছে। আপনার পরম বন্ধু আপনার কাছে এবার দয়া প্রার্থনা করছে। তার এখনো এই বিশ্বাস যে, আপনি দুঃখগ্রস্ত মানুষ এবং হৃদয় না-থাকলে কেউ কি কখনো দুঃখগ্রস্ত হয়?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ না, এমন তৃষ্ণা আমি কখনো বোধ করি নাই। আমার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমি যেন নারকেলের ছোবড়া। জিবটাও কলাগাছের মতো ফুলে উঠেছে। কী হে, দেখতে পারছো সূর্যের কী নিদারুণ তেজ? আমার কথা শোনো, থামো একবার!

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ মেঘ যে কালো হয়ে আসছে আর শীতল হাওয়া যে ছুটেছে—সেসব না-দেখার ভান করছে আমার বন্ধু। কিন্তু সবকিছুই যে স্বাভাবিক সেকথা প্রমাণ করবার জন্যে সে জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত। আপনাকে বলেছি না যে, নদীতীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেও কল্পনায় নতুন একটি নদীতীর সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার আছে। সহস্রবার ধ্বংস হয়ে গেলেও তার জন্যে সে-নদীতীর অবিনশ্বর।

BanglaBook.org

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (হতাশ হয়ে, আপন মনে) কী করি, কী করি এখন?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সে নৌকা ত্যাগ করবে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরে যাবে কিন্তু নিজের জগৎকে ধ্বংস করবে না।

[ঝড়ো হাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। তারপর প্রবল বৃষ্টির শব্দ। মঞ্চে আধা-অন্ধকার। থেকে-থেকে মেঘগর্জন এবং বিজলির ঝলক।]

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি। (ভীত কণ্ঠে) ইস, আমার বড় ভয় করছে। কী করবো, কী করবো? (নৌকাবাহককে) এই! শুনছো? (আবার মেঘগর্জন ; বিজুলির ঝলক) না, আমার বড় ভয় করছে! (তারপর হঠাৎ) ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) বলছি, তুমি পাগল, বদ্ধ পাগল! সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ কিন্তু সেকথা সত্যিই সে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করতে পারে না সে।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ একটু থামো এবার। ঝড়টা শেষ হোক। তারপর আবার চলা যাবে। তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি যদি টানো তবে আমিও হাল দেবো। কিন্তু এ-ঝড়ে নৌকা টানার কোনো অর্থ নাই। বিশেষ করে তুমি যখন কোথাও যাচ্ছো না। শুনছো হে?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ বলেছি না? কিসে মানে হয় কিসে হয় না—সে-বিষয়ে আপনার বন্ধুর পাকাপোক্ত মতামত। একদিক থেকে দেখলে এমন লোকের ওপর নির্ভর করা যায়। বলতে গেলে তাদের জন্যেই সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে। তাছাড়া হাবাগোবা মনে হলেও এমন লোক নিজের ভালোমন্দ বোঝে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানে। (থেমে বাঁ-দিকে তাকায়, তারপর বিজয়ীর সুরে) বলেছিলাম না! আপনার সাবধানী বন্ধুর বিশ্বাসী মুখটি ওপরের দিকে হাঁ করে খোলা। সে বেহেশ্‌তের পানি পান করছে। শীঘ্র সমস্ত সন্দেহ-অবিশ্বাস তার মন থেকে বিদূরিত হবে।

[মঞ্চ আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ঝড়ের এবং নৌকাবাহকের শব্দ কতক্ষণ চলে। তারপর ঝড়ের শব্দ থেমে যায়।

আবার আলো ; আবার নৌকাবাহক এবং কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি বাঁ-দিক দিয়ে মঞ্চে ঢোকে। নৌকাবাহকের অবস্থা বিশেষ কাহিল মনে হয়।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ বেশ, ঝড়টা থেমেছে, আবার সূর্যও দেখা দিয়েছে। (নৌকাবাহকের দিকে একবার তাকিয়ে) কী বলি, আপনাকে তেমন ভালো দেখাচ্ছে না। একটু বিশ্রাম করলে হয় না? আপনার বন্ধু যেমন বলে, বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। (নৌকাবাহক উত্তর দেয় না ; তার হাঁপানির আওয়াজ বীভৎস শোনায়। আপন মনে) তার হাঁপানি শোন। কে বলবে তার এ-কষ্টসাধ্য যাত্রা একেবারে উদ্দেশ্যহীন? তার কষ্টের শেষ নাই তবু তার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নাই। মনে হয় সে জানে কোথায় সে যাচ্ছে। (থেমে) তবু তার এ-যাত্রা এবং অন্যান্য যাত্রার মধ্যে সত্যই কি কোনো তফাত আছে?

[বারকয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তেও নৌকাবাহক কোনোমতে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাঁপানি আরো বীভৎস হয়ে ওঠে।

মঞ্চের মাঝামাঝি পৌঁছে সে হঠাৎ থামে। তারপর মনে হয় এবার সত্যিই সে ধরাশায়ী হবে। কিন্তু সে-তো ধরাশায়ী হয় না, বরঞ্চ

BanglaBook.org

বাহুযোগে যেন সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে দুর্বল মনে হলেও শীঘ্র সে দুর্বলতাও কাটে। সে নিস্পলকদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়ে ওঠে।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নৌকাবাহকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিস্ময়ে) কী হলো? (নৌকাবাহক উত্তর দেয় না। বিস্ময়ভাব গভীরতর হলে) একী? কী হলো আপনার?

নৌকাবাহক ॥ (অবশেষে কথা বলতে সক্ষম হলে, কম্পমান আঙুল দিয়ে সামনে কিছু দেখিয়ে) ঐ যে! ঐ! দেখতে পাচ্ছেন না?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (দেখবার চেষ্টা করে, সতর্কভাবে) কী? কী দেখবো?

নৌকাবাহক ॥ আশ্চর্য! আমি এমন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। (আপন মনে) আমি ভেবেছিলাম, আমি কোথাও যাচ্ছিলাম না, উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছিলাম। কিন্তু ঐ যে! অসীম আকাশ আর উন্মুক্ত প্রসারিত ধরণীর প্রান্তে : একান্ত নিরপদ, একান্ত নিশ্চিন্ত! না, চোখের ভুল নয়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (এবার সামান্য উদ্বিগ্নকণ্ঠে) কিন্তু কী? কথা সাফ করে বলুন।

নৌকাবাহক ॥ (পূর্ববৎ কণ্ঠে, তার প্রশ্নে কান না দিয়ে) আর কী শুদ্ধ-পবিত্র, কী শান্তিময়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি। আরে, জেগে উঠুন। মনে হচ্ছে আপনার মতিভ্রম ঘটেছে।

নৌকাবাহক ॥ ঐ যে, সে-গ্রাম। অতি উজ্জ্বল, তবু তারার মতো তাপশূন্য। দেখলেই বুক জুড়িয়ে যায়।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (এবার রেগে) জেগে উঠুন জেগে উঠুন। আপনি স্বপ্ন দেখছেন।

নৌকাবাহক ॥ (নিশ্চিত মানুষের মতো উত্তেজনা দমন করে) না, আমি স্বপ্ন দেখছি না। সেটি আমার চোখের সামনেই যে! ঐ যে, ঐ!

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নেপথ্য হতে, বিস্ময়ে) এই, কী ব্যাপার? নৌকা যে আর চলছে না!

নৌকাবাহক ॥ (তার কথাও না শুনে, আপন মনে) আশ্চর্য সমগ্র মনপ্রাণে কেমন একটা বিচিত্র ভয়ের উদয় হয়েছে। মনে হচ্ছে, বিয়ের প্রথম দিনে আমার বউ-এর চোখের দিকে তাকিয়ে আছি যেন। ভেবেছিলাম, সে-ভাব দ্বিতীয়বার আসে না। সব ভুল, সব ভুল!

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনি প্রলাপ বকছেন। তবে এসব তামাশার প্রয়োজন কী ছিলো? তবে ঘরে থাকেননি কেন এবং আবার বিয়ে

BanglaBook.org

করে নতুন বউ-এর চোখের দিকে তাকাননি কেন? সে-চোখে কখনো তারতম্য ঘটে না। তারপর ছেলেপুলে করতেন, অনেক ছেলেপুলে। কিছু মরে গেলেও একেবারে শূন্য হাত যেন না হয়।

নৌকাবাহক ॥ (এখনো তাকে না শুনে) আর আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু পালিয়ে যাচ্ছি। এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে। জানি না নৌকাটা কেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু মানুষ যখন এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে যায় তখন কিছুতেই কোনো অর্থ থাকে না। অথবা হয়তো নৌকাটির জন্য মনে হচ্ছিল তবু কোথাও যেন যাচ্ছি। সব জেনেও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া মুশকিল।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ না, লোকটি সত্যিই পাগল হয়েছে এবার। (হাতে তালি দিয়ে নৌকাবাহককে জাগাবার চেষ্টা করে।) জেগে উঠুন বলছি! শুনছেন?

নৌকাবাহক ॥ (পূর্ববৎ আপন মনে) অবশ্য ঘরেই থাকতে পারতাম। শান্ত-শিষ্ট একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করতে পারতাম। তারপর অনেক ছেলেমেয়ে হতো। কিন্তু ওসব কিছু করিনি। তাতে কেবল পুনরাবৃত্তি হতো, এবং পুনরাবৃত্তির মতো সোজা জিনিস আর কিছু নাই। তাছাড়া জাঁকজাঁকালো করে পুনরাবৃত্তি করলে তেমন নিদারুণ শোক-দুঃখও ডোবানো যায়। কিন্তু তবু আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ কেমন মনে হয়েছিলো, সেখানে কোথাও যেন ভুল আছে, কোথায় একটা ফাটল আছে, একটা অদৃশ্য শক্তি আছে যা সবকিছু শুষে নেয়।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (বাঁ-দিক থেকে প্রবেশ করে) ভাবলাম উঠে এসে দেখি কী ব্যাপার। ভালো, ভালো! একটু বিশ্রাম বড় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। আমার বড় ঘুমও পেয়েছিলো।

নৌকাবাহক ॥ (বন্ধুর দিকে তাকিয়ে, উল্লাসভরে), দ্যাখ, দ্যাখ! দেখতে পাচ্ছো?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (কিছু দেখতে না পেলে) কী!

নৌকাবাহক ॥ চোখ খেয়েছো নাকি? দেখতে পাচ্ছ না?

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনার উপদেশে কান দিয়ে সময়মতো একটু বিশ্রাম করলে আপনার বন্ধু ভালোই করতো। এখন তার মতিভ্রম ঘটেছে।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (এবারও কিছু দেখতে না পেলে বিস্ময়ে) না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ কী করে দেখবেন? দেখবার কিছু নাই। (সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়)

BanglaBook.org

অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? আপনার পোশাক সাদা, আমার কালো। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আসলে সব রঙই ভুয়া।

নৌকাবাহক ॥ (বন্ধুকে) কী হয়েছে জানো? হঠাৎ আমি সতেজ আর সবল বোধ করতে শুরু করেছি। সমস্ত শ্রান্তি উবে গেছে, কাঁধের ক্ষতটি শেষ হয়ে গেছে, দেহের ব্যথাও আর নাই।

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নৌকাবাহকের বন্ধুকে) বাজে কথা! আপনার বন্ধুর মঙ্গল চান-তো তার শোবার ব্যবস্থা করুন। হয়তো তার বেশ জ্বর উঠেছে।

নৌকাবাহক ॥ (উপদেশদাতার বিষয়ে সচেতন হয়ে) ওর কথায় কান দিয়ো না। নির্লজ্জ ভিখারির মতো সে আমার পেছনে ফেউ ধরেছে। (তারপর আবার উল্লাসভরে) ওসব কথায় কান দেবার সময়ই-বা আমাদের কোথায়? তাকিয়ে দ্যাখ একবার! ঐ যে! দ্যাখ, দ্যাখ!

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (সলজ্জভাবে) বললাম না কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার চোখে বড় জ্বালা ধরেছে। তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি সেটাই ভাগ্যের কথা!

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আপনার চোখের কোনো দোষ নাই। কথা হচ্ছে, দেখবার কিছুই নাই।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নৌকাটির সম্বন্ধে তার সন্দেহ আরো গভীর হয়। তারপর ফিসফিস করে বন্ধুকে) না, তাকে আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। (সজোরে) তা যা হোক। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তুমি যখন বলছো সেখানে কিছু আছে তখন নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আছে। তাছাড়া, কোথাও কিছু যদি না থাকে তবে তুমি কি এমনভাবে নৌকা টেনে বেড়াবে? এমন অর্থহীন কাজ তুমি করবে কেন। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) চলো তাহলে, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু দেখতে না পেলেও হঠাৎ আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। না, আর কালক্ষেপ করা বৃথা। (ভেবে) কী বলো? নৌকাটা এখানেই থাক, বাকি পথ আমরা দুজনে হেঁটেই যাই। তাহলে বেশ তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) যাই, নৌকাটা ভালো করে বেঁধে আসি।]

নৌকাবাহক ॥ (তাকে থামিয়ে) না না, এখানে নৌকা ছেড়ে যাবো না। এতখানি পথ সঙ্গে করে এনেছি, এখন সেটা ত্যাগ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া গন্তব্যস্থল দেখতে পেয়েছি বলে এবার ফাঁকি দেবো, সেটা ভালো কথা নয়।

BanglaBook.org

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ তবে থাকো আমাদের সঙ্গে। তুমি যখন আবার সবল বোধ করছো তখন আর ভাবনা কী? (দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়।)

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (আপন মনে) আর কী করা যায়? নৌকাবাহক নৌকা টানতে তৈরি হয়। যে-মানুষটি জানতো কিসে মানে হয় কিসে হয় না, সে ওসব জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়েছে। (থেমে) কিন্তু সত্যিই কি সে জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়েছে? সে কি এখনো তারই জগতে বাস করছে না? তাছাড়া, এতে তার ক্ষতি কোথায়?

[মঞ্চ আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। শীঘ্র নৌকাবাহকের হাঁপানির শব্দ শোনা যায়! প্রথমে আস্তে ধীরে। ক্রমশ সে-আওয়াজ উচ্চ এবং বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। [মঞ্চ আলোকিত হবার পর প্রথমে শুধু কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখা যায়।]

কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ আবার শুরু হয়েছে! কিন্তু আর কতক্ষণ? না, আর বেশিক্ষণ নয়। (সে থামে। হাঁপানি আরো জোরালো হয়ে ওঠে) এখনো সে কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়, তা প্রয়োজনীয় নয়। শুধু এখন নয়, আগেও প্রয়োজনীয় ছিলো না। কোথায় তারা যাত্রা অবশেষে শেষ হবে বা আর কয় কদম বাকি আছে—সে সব কথাও কিছু আর আসে-যায় না। (হাঁপানির আওয়াজ অমানুষিক রূপ ধারণ করে। নীরবে শোনে কয়েক মুহূর্ত ; তারপর) তবে একটি কথা ঠিক। শেষপর্যন্ত তার দয়ালু পরম বন্ধু তার সঙ্গে থাকবে ; যে-বন্ধু তাকে সাহায্য না করলে সে নৌকা টানতে পারতো না, সে-বন্ধু তাকে ফেলে যাবে না। (হাঁপানি শোনে) আহ্! কীভাবে হাঁপাচ্ছে!

[অবশেষে নৌকাবাহককে দেখা যায়। তার অবস্থা নিতান্তই খারাপ। তার চোখ নিমীলিত ; তার সমস্ত শক্তিও লোপ পেয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে চোখ খুলে সামনের দিকে তাকাতে সক্ষম হয়, তারপর হঠাৎ কয়েক-পা এগিয়েও যায়।

তার ধারণা গন্তব্যস্থল আর বেশি দূর নয়। না, সত্যিই বেশি দূর নয়। এবার নৌকাবাহক হঠাৎ স্তূপাকারে ধ্বসে পড়ে। কিছুক্ষণ সময় কাটে। শুধু তার অমানুষিক হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়।]

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ (নেপথ্য হতে) কী হে, কী হলো আবার। সন্ধ্যার দেরি নেই বেশি, আজ চাঁদও দেরি করে উঠবে। থেমে-থেমে চললে সন্ধ্যার আগে পৌঁছানো যাবে না বলে দিচ্ছি।

BanglaBook.org

[কলকাঠির মতো নৌকাবাহক আবার উঠে দাঁড়ায়। তারপর আরো কয়েক-পা সে এগিয়ে যায়। সমস্ত মঞ্চ তার হাঁপানিতে কাঁপে যেন। মঞ্চ অন্ধকার হতে থাকে। দূরে দিগন্তে লালচে ভাব। সূর্যাস্তের দেরি নাই।

তারপর নৌকাবাহক শেষবারের মতো ধরাশায়ী হয়। তার বীভৎস হাঁপানির আওয়াজ কতক্ষণ শোনা যায়। অবশেষে সে আওয়াজ থামে। মঞ্চে গভীর নীরবতা নাবে।

সামান্য কৌতূহলভরে কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহকের মৃতদেহের পাশ দিয়ে হেঁটে, একবার গলা বাড়িয়ে দেখে, তার সত্য-অবস্থা নির্ণয় করে। তারপর সে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যখন অবশেষে মঞ্চ ত্যাগ করে তখন নেপথ্য হতে শাদপোশাক পরিহিত ব্যক্তির কণ্ঠ শোনা যায়।]

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ এই! কী মুশকিল! আবার কী হলো তোমার? বললাম সময় নাই। সন্ধ্যার আগে না-পৌঁছতে পারলে সত্যিই আজ আর পৌঁছানো যাবে না। (অপেক্ষা করে অন্য সুরে) তুমিই-তো একটু আগে বললে কেমন সতেজ-সবল বোধ করছো! এত শীগ্‌গির আবার হয়রান হয়ে পড়বে—তা কী করে সম্ভব হয়? (অপেক্ষা করে আবার একটু রেগে) তোমাকে বললাম নৌকা ছেড়ে যাই। তুমি কখনো কারো কথা শুনতে চাও না। সেটা একটা বড় দোষ তোমার! (আবার আরেকটু অপেক্ষা করে পুনরায় সুর বদলিয়ে) কী হে? বলো না কিছু! এই! (আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ কণ্ঠে) বেশ, আজ পৌঁছুতে না-পারলে পৌঁছবো না, আর বলার কী আছে। (এবারও উত্তর না-পেলে হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে) কী! অমন চুপ করে আছো কেন? এসবের সত্যি কোনো মানে হয় না বলছি! এই! এই!

[যবনিকা]

BanglaBook.org

জীবনপঞ্জি

জন্ম

চট্টগ্রামের ষোলশহরে, ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান তিনি। বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। মা নাসিম আরা খাতুনও একই ধরনের উচ্চশিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবার থেকে এসেছিলেন, সম্ভবত অধিক বনেদি বংশের মেয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ালীউল্লাহর আট বছর বয়সের সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। দু' বৎসর পরে তাঁর বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের করটিয়ায়। বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় দু-ভাই ও তিন-বোন সকলের সঙ্গেই ওয়ালীউল্লাহ্র সম্পর্কের কখনো অবনতি হয়নি। তাঁর তেইশ বছর বয়ঃক্রমকালে কলকাতায় চিকিৎসা করতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন।

শিক্ষা

তাঁর পিতৃ-মাতৃবংশের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম ডিগ্রিধারী ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। বাবা এম. এ. পাস করে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে ঢুকে যান; মাতামহ ছিলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে থেকে পাস করা আইনের স্নাতক; বড় মামা এম. এ. বি. এল পাস করে কর্মজীবনে কৃতী হয়ে 'খানবাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন এবং এর স্ত্রী—ওয়ালীউল্লাহ্র বড় মামি ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ পরিবারের মেয়ে, উর্দু ভাষার লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের উর্দু-অনুবাদক।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মনন ও রুচিতে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল ডিস্টিঙ্কশনসহ বি. এ. এবং অর্থনীতি নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও শেষে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই বাহ্য তথ্যের সাহায্যে তাঁর মেধাশক্তি, মনের গড়ন ও রুচির শীর্ষচুম্বী মান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে যদি না তাঁর মানুষ হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রাখি।

সরকারি চাকরির কারণে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনশীল হওয়ায় ওয়ালীউল্লাহ্র শিক্ষাজীবন পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের স্কুল-কলেজে

কেটেছিল। এ জাতীয় উল্লম্ফনবৃত্তির জীবনের একটি বড় অসুবিধে হলো, জীবন কোনোখানে থিতু হয়ে বসবার অবকাশ পায় না এবং স্মৃতির পসরা কোথাও ভারী হয়ে জমে ওঠে না। এক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধক ছিল আমলা পিতার প্রাশাসনিক চাকরি; সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সেখানে কম, 'সাধারণ' ও 'অসাধারণে'র মধ্যিখানে ভয়-সম্মান-অবিশ্বাস-সন্দেহ এমন ব্যবধানের প্রাচীর তুলে রাখে যা ডিঙিয়ে যাওয়া দু' পক্ষেরই অসাধ্য।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্রের ধাঁচ নির্মাণ করেছিল ঘর ও বাইরের এই নৈঃসঙ্গ। এর ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্তর্চারী ও বহির্বিমুখ, লাজুক ও সঙ্কোচপ্রবণ এবং বন্ধুনির্বাচনে অনুদার কিন্তু মেধাবী। লক্ষণীয় যে, তাঁর বন্ধুবৃত্ত বিশাল ছিল না, কিন্তু যাঁদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। অন্য দিকে তাঁর অধিকাংশ সুহৃদই পরবর্তী কালে তাঁদের স্ব-স্ব-ক্ষেত্রে এত খ্যাতিমান হয়েছেন যে তা ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্তর্গত প্রবণতা প্রমাণ করে। তাঁর মনের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বৈদগ্ধ্য ও নান্দনিকতার দিকে এবং এই কাঠামোটি তৈরি হয়ে উঠেছিল তাঁর খানবাহাদুর মাতুলের পারিবারিক সান্নিধ্যে ও প্রভাবে।

কর্মজীবন

পাঠদ্দশাতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কর্মজীবন শুরু হয়। বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়। তাঁর জ্যৈষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ নসরুল্লাহ এম. এ. ও বি. এল পাস করেছিলেন। তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল এম. এ. পড়াটা, ভর্তি যখন হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু ১৯৪৫ সালে তিনি ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় চাকরি নেন। এ বছর তাঁর পিতাও প্রয়াত হন (২৬শে জুন) তার তিন মাস আগে, মার্চ মাসে, তাঁর প্রথম বই 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ বেরিয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেছিলেন ১৯৪১/৪২ নাগাদ। এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে তিনি ভবিষ্যৎ-জীবন হিসেবে লেখকবৃত্তি বেছে নেওয়ার কথা হয়তো-বা ভাবছিলেন। পঁয়তাল্লিশে যখন প্রথম বই বেরয় সে সময়কালে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে: সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ একাধারে পণ্ডিত ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শে আসছেন ক্রমান্বয়ে। পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি নেওয়ার পেছনে এসব ঘটনাও কার্যকর ছিল হয়তো-বা।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগ হওয়ার পরপরই 'স্টেট্‌সম্যান'-এর চাকরি ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন সেপ্টেম্বরে নতুন চাকরি নিয়ে: রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক। কাজের ভার কম ছিল। 'লালসালু' উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন নিমতলির বাসায়। পরের বছরই এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করল কমরেড পাবলিশার্স। ঢাকা থেকেই বেরুল। তবে, প্রকাশনসংস্থাটি এক অর্থে তাঁদের নিজেদেরই ছিল; কারণ এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁর বড় মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসরাম, উপরন্তু তিনি নিজে কিছুকাল এর কর্মাধ্যক্ষও ছিলেন।

BanglaBook.org

করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক হয়ে ঢাকা ছাড়েন ১৯৪৮ সালে। সেখান থেকে নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আটাশে হয়ে যান ১৯৫১-তে। অতঃপর একই পদে অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে বদলি ১৯৫২-র শেষ দিকে, ১৯৫৪-য় ঢাকায় ফিরে এলেন তথ্য-অফিসার হিসেবে ঢাকাস্থ আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে। ৫৫-তে পুনরায় বদলি করাচিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ে। এরপর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্যপরিচালকের পদাভিষিক্ত হয়ে, ১৯৫৬-র জানুয়ারিতে; দেড় বছর পর এই পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে জাকার্তার পাকিস্তানি, দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আটাশে হয়ে রয়ে গেলেন ১৯৫৮-র ডিসেম্বর অবধি। এরপর ক্রমান্বয়ে করাচি-লন্ডন-বন, বিভিন্ন পদেও বিভিন্ন মেয়াদে। ১৯৬১-র এপ্রিল ফার্স্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আটাশে হিসেবে যোগ দিলেন–পারি-র পাকিস্তানি দূতাবাসে। একনাগাড়ে ছ' বছর ছিলেন তিনি এ-শহরে। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'লালসালু'র' ফরাসি অনুবাদ 'লারব্র সাঁ রাসিন্' (L arbre sans racines), অর্থাৎ শিকড়হীন গাছ। দূতাবাসের চাকরি থেকে চুক্তিভিত্তিক পদ 'প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট' হিসেবে যোগ দেন ইউনেস্কোতে, ১৯৬৭-র ৮ই আগস্ট: চাকরিস্থল পারি শহরেই। এ বছরই লন্ডনের শ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস প্রকাশনালয় 'লালসালু'র ইংরেজি ভাষান্তর বের করে Tree Without Roots নাম দিয়ে, ঔপন্যাসিকের নিজেরই করা অনুবাদ।

১৯৭০-এর ৩১শে ডিসেম্বর ইউনেস্কোয় তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে বদলি হওয়ার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। পারিতেই থেকে গেলেন।

এর মধ্যে তাঁর স্বদেশে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতগত অবস্থান পাল্টাতে থাকে। ঊনসত্তরের পর থেকে দুই পাকিস্তানের মধ্যে প্রচারণা ও অবিশ্বাস-সঞ্জাত দ্বন্দ্ব স্পষ্টতই রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাতের দিকে এগোতে থাকে। ১৯৭১-এর যে ওয়ালীউল্লাহ্ ইসলামাবাদে ফেরেননি, তার মাসুল তাঁকে দিতে হয়েছিল: বাইশ বছরের সরকারি চাকরির শেষে প্রাপ্য কোনো সুবিধা তিনি পাননি। শেষ জীবন বড় আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কষ্টে কেটেছিল।

বিবাহ

তাঁর স্ত্রী ফরাসিনী। নাম : আন্-মারি লুই রোজিতা মার্সেল্ তিবো। তাঁদের আলাপ হয়েছিল সিড্‌নিতে। ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন পাকিস্তানি দূতাবাসে, আন্-মারি তেমনি কর্মরতা ছিলেন ফরাসি দূতাবাসে। দেড়-দু' বছরের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা রূপান্তরিত হয় পরিণয়বন্ধনে। ওয়ালীউল্লাহ্ তখন করাচিতে। সেখানেই ১৯৫৫ সালের ৩রা অক্টোবর তাঁদের বিয়ে হয়। ধর্মান্তরিতা বিদেশিনীর নাম হয় আজিজা মোসাম্মত নাসরিন। নবলব্ধ নামকে বিয়ের কাবিননামাতেই নির্বাসন দিয়েছিলেন দু'-জনে।

BanglaBook.org

অনুমান করা চলে সর্বতোভাবে আধুনিক দুই মানুষের প্রাচীন ও অসংস্কৃত একটি প্রথার কাছে নতিস্বীকারে আনন্দ না; প্রেমের মূল্য ধর্মান্তরীকরণে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা।

তাঁদের দু' সন্তান: প্রথমে কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্, তার পরে পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্।

সম্মাননা

পি. ই. এন পুরস্কার পান 'বহিপীর' নাটকের জন্য। তখন তিনি করাচিতে, ১৯৫৫ সালে। নাটকটি গ্রন্থাকারে বের হয়েছিল পাঁচ বছর পরে। ঘটনাটি এরকম: ঢাকায় P.E.N. Club-এর উদ্যোগে পঞ্চান্ন সালে এক আন্তর্জাতিক লেখকসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে 'বহিপীর' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়।

১৯৬১ সালে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।

জীবনাবসান

অত্যন্ত অকালে প্রয়াত হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে, ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর গভীর রাত্রে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে। পারি-র উপকণ্ঠে তাঁরা একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, সেখানেই ঘটনাটি ঘটে। ওখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি রাজনীতিসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন না, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিসচেতন ছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি চাকরিহীন, বেকার। তৎসত্ত্বেও ফ্রান্সে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা করেছেন, সঙ্গতিতে যতটুকু কুলোয় তদনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছেন কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে। তাঁর সন্তানদের ধারণা, তাদের পিতার অকালমৃত্যুর একটি কারণ দেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা ও হতাশা। তিনি যে স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারেননি সে বেদনা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সকলেই বোধ করেছেন। তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু, পরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, আবু সাঈদ চৌধুরী ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর সাত মাস পরে তাঁর স্ত্রীকে এক অধাসরকারি সান্ত্বনাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন: আমাদের দুর্ভাগ্য যে মি. ওয়ালীউল্লাহ্‌র মাপের প্রতিভার সেবা গ্রহণ থেকে এক মুক্ত বাংলাদেশ বঞ্চিত হলো; আমাকে এটুকু বলার সুযোগ দিন যে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি।

আসলেই, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা নিয়তই উপলব্ধি করি তাঁর সৃষ্টির সান্নিধ্যে গেলে।

BanglaBook.org

গ্রন্থপঞ্জি

(কালানুক্রমিক)

নয়নচারা। [ছোটগল্প]। চৈত্র ১৩৫১/ মার্চ ১৯৪৫; কলকাতা

লালসালু। [উপন্যাস]। শ্রাবণ ১৩৫৫/ জুলাই ১৯৪৯; ঢাকা

বহ্নিপীর। [নাটক]। ১৯৬০; ঢাকা

চাঁদের অমাবস্যা। [উপন্যাস]। ১৯৬৪; ঢাকা

সুড়ঙ্গ। [নাটক]। এপ্রিল ১৯৬৪; ঢাকা

তরঙ্গভঙ্গ। [নাটক]। আষাঢ় ১৩৭১/ জুন ১৯৬৫; ঢাকা

দুই তীর ও অন্যান্য গল্প। [ছোটগল্প]। আগস্ট ১৯৬৫; ঢাকা

কাঁদো নদী কাঁদো। [উপন্যাস]। মে ১৯৬৮; ঢাকা

রচনাবলি

গল্প-সমগ্র। মার্চ ১৯৭২; কলকাতা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী: ১ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন)। ১৯৮৬; ঢাকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী: ২ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন)। ১৯৮৭; ঢাকা

কৃতজ্ঞতা : গল্প সংগ্রহ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পাদনা–হায়াৎ মামুদ, পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১১, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK .ORG